# রাজনীতির পঁচা দুর্গন্ধে পথ চলা দায়

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: দুনীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিক)

দেশে সমস্যার অভাব নেই। আমি কতগুলো মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যে লিখি। মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যেত। কখনো একই সমস্যা নিয়ে বারবারও লিখি। এসব কথা কেউ কানে তোলে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এদেশে আমরা অনেকেই কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে অভ্যস্ত। বলা যায় রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এরা সমাজে ভালো আছে। এতে অভ্যস্ত না হলেও বিপদ; পথ চলা দায় হয়ে যায়। কানা ছেলেকে কানা বললেও অসুবিধা। কানা ছেলে হাত উঁচু করে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। 'কানাকে কানা বলা যাবে না'; নসিহত করে, 'অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই'। এগুলোও তো সমস্যা। কানা ছেলের চোখের অসুখটা চিকিৎসা করিয়ে নিলেও তো পারে। তাও করাবে না। 'আমি আজীবন কানা থাকবো, তাতে তোমার কি? কানা থাকা আমার অধিকার।' 'বুঝলাম, কানা থাকা তোমার অধিকার, কিন্তু পথ চলতে– কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে না দেখে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও কেন?' এ কথার কোনো উত্তর নেই। উত্তর একটাই, 'সব কথায় উত্তর খুঁজতে হয় না'। চোখের জ্যোতি কম হলেও গলার স্বর উদগ্র। 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'। এরকম উদ্ভট গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি এ কারণে যে, আমি এদেশের অতি মূল্যবান একটা বিষয় 'রাজনীতি' নিয়ে লিখছি। শুধু তা-ই নয়, একে 'পচা দুর্গন্ধযুক্ত' বলছি। রাজনীতি এদেশের জীবন কিংবা মরণ; আমাদের অস্তিত্বের সাথেই জড়িত। এর দশা দেখলে করুণা হয়।

সবে ঈদুল আজহার ছুটি শেষ হলো। গরু ব্যবসায়ী এবং গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রাক ভাড়া করে রাজধানীতে কোরবানির গরু বিক্রি করতে আসে। এ আসা যে কি ঝকমারি, ভুক্তভোগীরা আবারো ভুগে এবারের মতো মুক্তি পেল। এত পরিশ্রম করেও লাভ যা হবার কথা, তা হলো না। লাভের মাল পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। এ রেওয়াজ অনেক দিনের। বিভিন্ন এলাকায় ঘাটে ঘাটে রাজনৈতিক মস্তানরা তাদের নিদানের সাথী পোশাকধারী বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। গরু ট্রাকে বা নৌকায় পার হতে গেলেই ইচ্ছে মতো 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'। এ ছাড়াও সিন্ডিকেট– ঘাটে গরুর ট্রাক অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, না-কি ছেড়ে দেবে? রাজধানীর গরুর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে গেলে এটা করা লাগে। নইলে রাজধানীর হাটে গরুর দাম বাড়বে কেমনে?

ঘাঠে-মাঠে-হাটে সবকিছুর সাথে রাজনীতির মদদপুষ্ঠ এলাকাভিত্তিক কুটিল মৌসুমি ব্যবসায়ীরা জড়িত। যারা সবাই যার যার ধান্দায় মহা-'জনকল্যাণে' ব্যস্ত। এরা 'রাজনীতির মহাবুদ্ধিজীবী'। উড়ো টাকা ধরে নেওয়ার ফন্দি এরা জানে। রাজনীতির আদর্শ থাক বা না-থাক দলে ভীড়ে স্বার্থ আদায় করে খাচ্ছে। রাজনীতির কথা– 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এদের নয়া উদ্ভাবনী বুদ্ধির কাছে, নিউটনের উদ্ভাবনী বুদ্ধিও ফেল। নদীর ঢেউ গুনেও এরা টাকা আদায় করবে, সম্পর্ক আছে পোষাকধারী সহ-অংশীদারী বন্ধুদের সাথে। বন্ধুদের সঙ্গে এসব কাজে বড্ড মিল।

সবকিছুতেই দেশব্যাপী বাতাসে পচা দুর্গন্ধ। মহান রাজনীতির দোসরদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ। একচোখ দিয়ে তো দেখতে পারিনে। যা পত্রিকায় পড়ি, শুনি ও দেখি, তা লিখি। গুরুভক্তি করতে পারি,

কিন্তু গুরুর সব সাগরেদের কর্মকাণ্ডকে তো আর মেনে নেওয়া যায় না! এ লেখা কোনো নেতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এদেশের আইনহীনতা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ কার না অজানা!

প্রতিদিন যতবার পত্রিকা পড়ি বিশ্রী উৎকট গন্ধটা বাড়ে। সেদিন ক্লাসে কোনো একটা বিষয়ে ব্যবহারিক উদাহরণ দিতে গিয়ে এমপি আনারের কিমা-করা মাংস ময়লার ট্যাংক থেকে ওঠানোর গল্পটা যেই-না বলেছি, ক্লাসের সবাই নাক ধরে বসে থাকলো। কোনো কোনো মেয়ে অক্-অক্ শব্দ করে বমি তোলার মতো করতে লাগলো। বিশ্রী গন্ধটা তখনো যেন তাদের নাকে ভেসে আসছে। এমপি আনারের ভাগ্য বড্ড ভালো যে, তিনি যা-ই করুক, রাজনীতির একটা বড় পদ দখল করতে পেরেছিলেন। নইলে পত্রিকায় এত কভারেজ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন না। এত গন্ধও ছড়াত না; পচা রাজনীতির গন্ধ। প্রথমে শুনছিলাম তিনি একজন সোনা চোরাকারবারি, হুণ্ডি ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী, রাতচরা বাহিনীর গডফাদার, মাদক ও নারীপ্রিয়, টাকা ভাগাভাগির কোন্দলে খুন হয়েছেন। এর সাথে এখন খবরে ভেসে আসছে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘরের ভেতরে আরো ঘর, ক্ষমতা ভাগাভাগির কথকতা, ঘরের শত্রু বিভীষণ। এতে রাজনীতির পচা দুর্গন্ধটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু পচতে গেলে ব্যকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। রাজনীতি ব্যকটেরিয়ায় আক্রান্ত না হলে পচবে কীভাবে? না পচলে দুর্গন্ধইবা বেরোবে কীভাবে? এদেশের রাজনীতি ব্যকটেরিয়া-আক্রান্ত হতে হতে এখন নিজেই একটা ব্যকটেরিয়ায় পরিণত হয়েছে, যাকে স্পর্শ করে তাকেই পচিয়ে ছাড়ে, শেষে পচা দুর্গন্ধ বেরোই। কিংবা বলা যায়, যে দ্রব্য বা মালামালই ব্যকটেরিয়া-রাজনীতির সংস্পর্শে আসে, তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে বাধ্য হয়।

একই রাজনীতির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান বে-নজির সাহেব, বে-নজির যে নজির এদেশে রেখে গেলেন, অতীতের এ পদে কেউ এমন নজির দেখাতে পেরেছেন কি-না আমার জানা নেই। পত্রিকায় প্রকাশ, তিনি নাকি একটা জেলার অর্ধেক ভূস্বামী, হাজার হাজার কোটি টাকার ও সম্পদের মালিক তিনি নিজে অথবা তার নিকটজন। তিনি দেশ ছাড়ার আগেই নাকি তার ব্যাংক ব্যালান্সের সদগতি হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে। বোঝা যায়, এমন সুযোগ্য-অনুগত অফিসারের সাহায্য-সহযোগিতা করার লোকের অভাব এদেশে নেই। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্যও তার যথেষ্ঠ যোগ্যতা রাজনীতিকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে, এদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অনুগত (না-কি বাধ্যগত) শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়' মার্কা দলীয় অনুচরদের কর্ম দেখে। আমি একজন শিক্ষক হিসেবে এ কষ্ট ও অপমান আমারও। এজন্যই বলছি, তার নজির খুজে পাওয়া ভার। রাজনীতিকরা বলেন, 'দোষী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না'। আবার বলেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এমন আরো অনেক মুখস্ত কথা আছে, যেসব কথা বলে তারা আঁখড়া জেতেন। কবি বলেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। আমিও বেনজিরের মাঝে অসীমকে খুঁজে পায়। তার ভাষার মধ্যেও রাজনীতির ভাষা খুঁজে পাওয়া যেত। মূলত তার ক্ষমতা ছিল অসীম। এর মাঝেও তিনি নিজের সম্পদ গড়ার সুর বাজিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা বে-নজির সাহেবের মাঝে রাজনীতির মুখস্ত 'মধুর' বাণী প্রকাশ পেত, পরিবর্তে এখন এত বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এ দুর্গন্ধ ধামাচাপা দিতে কেউ হয়তো পুলিশ বাহিনীর দুর্গন্ধ খুঁজবে, এ দুর্গন্ধ আসলে পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ। শুনছি তার মতো

অস্বাভাবিক অবৈধ সম্পদ মজুদের পথ আরো অনুসরণ করেছে তার বাহিনীর অসংখ্য উর্ধ্বতন অফিসাররা। শুনছি তাদের বিষয়টাও দুদক তদন্ত করছে। ফল কি হবে অনুমান করতে পারি। এ দুর্গন্ধ তো একটা বিভাগে নয়; রাজনীতির ব্যকটেরিয়া এদেশের যে বিভাগ ও বাহিনীর সংস্পর্শেই এসেছে সেটাকেই পচা দুর্গন্ধে পরিণত করেছে।

মনে পড়ে বর্তমান সরকারি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা পিএইচডি সংক্রান্ত বিষয়ে এহেন অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এ কলামেই একবার বাস্তবতা ও ডিগ্রীপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা তুলে ধরেছিলাম। কোনো কিছুই অমূলক নয়। এদেশে রংয়ে রংয়ে একরং হয়ে মিলে গেলে পাতানো পিএইচডি সার্টিফিকেট দখলে নেওয়া কঠিন কিছুই নয়। অনেক বছর ধরেই এর চর্চা চলছে। সকল ক্ষেত্রেই অযোগ্যতা, অন্যায় রাজনীতির দুর্গন্ধে ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমার অভিযোগ বে-নজিরের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যত্যয় নিয়ে। এর সাথে যারা জড়িত তাদের কী হবে? এদেশের শিক্ষার মান কেন কমেছে এবং কারা কমিয়েছে এতে পরিস্কার বোঝা য়ায়। এর জন্য দায়ি দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতি ও দুর্গন্ধে আক্রান্ত সম্মানীত শিক্ষক নামধারী দুনীতিবাজরা। আরো বোঝা যায়, ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন মর্যাদাহানীর বিষয়ে কেউ টু শব্দটিও করবে না। দুর্গন্ধে পরিবেশ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতির অনন্য পচা দুর্গন্ধে সংশ্লিষ্ট সবার নাকে রুমাল তুলে দিল। বে-নজির নজির স্থাপন করলেন। এদেশে এমন নজির আর কেউ রাখার কথা নয়। জানি না পত্রিকাগুলো একটু বেহায়ার মতো বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখে কি-না। নইলে ভেতরে ভেতরে এত কিছু হয়ে যায়, তা কোনো কাক-পক্ষি, এমন কি সরকারের অসংখ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানতেই পারে না। বড় আশ্চার্যের ব্যাপার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবাজ পালিয়ে যাবার পর সবাই একটু বেশি বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। এর মোজেজা কী? দেখায়, 'হাম বড়া বীর হ্যায়, যুদ্ধ কবে? আগামীকাল। হাম যায়েগা পরশু'। এসব বিভাগও রাজনীতির সংস্পর্শে এসে কি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে না?

এই ঈদে ইফাত নামের এক অনভিজ্ঞ-আনাড়ি ছেলে 'ছাগলকান্ড' ঘটিয়ে দেশ ও বাপের কুল মজালো। 'নেই কাজ, তো খই ভাজ'। অপ্রয়োজনে ঈদের দামি খই ভাজতে গিয়ে ছেলে ধরা খাইয়ে দিল বে-নজিরের সম্পদকেও হার-মানানো চৌকস এনবিআর-এর যোগ্য অফিসার ইফাতের বাপ মতিউর রহমানকে। বেরসিক সাংবাদিকের কেউ বলছেন, এটা নাকি দু-পক্ষের স্ত্রী-সন্তানদের পারিবারিক কোন্দলের কারণে মতিউর রহমান সাহেবের কপাল পুড়েছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য। এদেশে কত লাখ লাখ মতিউর রহমান সরকারি অফিসার হয়ে দুর্গন্ধযক্ত রাজনীতির সুবাদে সম্পদের সাগরে ভেসে জলকেলি করছে। তারা বিনা বাধায় বহাল তবিয়তে করে-কম্মে খাচ্ছে। অথচ এক মতিউরের এ কী দশা! 'স্টার ফেভার' না করলে যে দশা হয়, এক্ষেত্রেও তা-ই। এক্ষেত্রেও হয়তো ছেলে, বউ ও তাকে দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। সকল অপরাধীদের নিদেনপক্ষে একটা পথ আবিস্কৃত হয়েছে, দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচা। দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতির মদদপুষ্ট সংশ্লিষ্ট সিপাহসালারা অন্তত দেশবাসীকে লোক-দেখানো শান্ত্বনা দিতে পারেন এই বলে যে, 'এদেশের আইন কাকে বলে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম, ভাগ্যিস ব্যাটা তুমি পালিয়ে বেঁচেছো'। মতিউরও ভাগ্যের ওপর ভরসা করে আফসোস করেন, "কেন যে আদরের ছেলেটার নাম ইফাত রাখলাম, যার অর্থ ইন্টারনেট ঘেটে দেখি 'বিপদ', 'মসিবত'। ছেলেটাই যত

মসিবতের মূল, কুলাঙ্গার।" হায় রে কপাল! 'ও রে তুই কালা তোর নামটি কালা-আ, ঘটালি প্রাণজঞ্জালা কালা রে তুই কালা-আ-আ, কি আর বলবো কালা, ঘটালি প্রাণজঞ্জালা।'

মতিউর রহমান ছেলেকে যতই দোষারোপ করুক না কেন, আমাদের কথা ভিন্ন। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'এই দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নির্বাহীদের ওপর বর্তায়। কোনো কারণে তারা শৈথিল্য দেখাচ্ছে বলেই বাহিনীর যারা দুর্নীতি ও অপকর্ম করছে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে।' আমরাও তা-ই বলি, "মন আমার রাজনীতির 'ঘরি, যতন করি কোন মেস্তরি বানাইয়াছে, একবার চাবি মাইরা দিছে ছাইরা জনম ভইরা ঘুরতা-আ-ছে'।" কোনো পরিবর্তন নেই, নীতিমালা নেই, পরিবর্তন করার ইচ্ছেও নেই। বর্তমান 'রাজনীতির ডকট্রিন' মনে মনে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তা অনেক গবেষক ধরতেই পারেননি। 'দেশ লুটেপুটে যত পারিস করে-কম্মে খা, শুধু আমার নামে জয়-কীর্তন গা, ধরা খেলে নিভৃতে বিদেশ পালিয়ে যা'।

যে রাজনীতি খুঁজে খুঁজে এমপি আনার গংদের মনোনয়ন দেয়; তাদেরকে দিয়ে আইন বানিয়ে দেশ চালায়। বে-নজিরগংকে নীতি ও আইনের শাসনের সারথি ও নজির বানায়, আমরা সে অপরাজনীতিকে কি মাটিচাঁপা দিতে পারিনে? বিকট বিশ্রী গন্ধে যে সাধারণ মানুষের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে গেছে। মুক্তির পথ কি খুবই কঠিন? উপায় কি বলুন তো?

(১ জুলাই ২০২৪, যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

**ড. হাসনান আহমেদ:** অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ